মেহেরপুরে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদসহ প্রায় ১১ লাখ টাকার মালামাল চুরি

মেহেরপুর পৌরসভার নতুনপাড়ায় বসতবাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা সহ প্রায় ১১ লাখ টাকার মালামাল চুরি করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী বেগম দিলরুবা বেলী (৬০) ৪নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়ার মৃত আবু বক্করের স্ত্রী। তিনি জানান, তিনি অসুস্থ থাকায় ১৪ নভেম্বর থেকে ছোট মেয়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এ সুযোগে অজ্ঞাত চোরেরা তার বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে।

পরবর্তীতে ১৮ নভেম্বর ছোট মেয়ে ও জামাই বাড়িতে গিয়ে দেখেন দক্ষিণ দিকের ছোট গেটের তালা ভাঙা এবং ঘরের আলমারি ভেঙে তছনছ করা অবস্থায় পড়ে আছে। চোরেরা আলমারি থেকে ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ১ লাখ টাকা নিয়ে গেছে। বর্তমানে বাজারমূল্য অনুযায়ী চুরি হওয়া ৫ ভরি স্বর্ণের দাম প্রায় ১০ লাখ টাকা।

এ ঘটনায় বেগম দিলরুবা বেলী মেহেরপুর সদর থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শেখ হাসিনার ফাঁসি কার্যকর চেয়ে মেহেরপুরে এনসিপি’র গণমিছিল

শেখ হাসিনার রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মেহেরপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক, ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স

অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সংগঠক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদের নেতৃত্বে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি কার্যকর ও গণহত্যায় শেখ হাসিনার সহযোগীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি জেলা এনসিপির কার্যালয় থেকে বড় বাজার চার রাস্তার মোড় ঘুরে প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে সমাবেশে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, অবিলম্বে নির্বাচনের পূর্বে ভারত থেকে খুনি হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি দিতে হবে। ভারতকে বলবো আপনাদের সঙ্গে যে বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে তা মেনে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিন, না হলে বাংলাদেশের সঙ্গে আপনাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। বাকি আসামিদেরও ফিরিয়ে এনে বিচার করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচার ঠেকাতে হলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হলে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।

এসময় জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো. মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. আরিফ খান, আসিক রাব্বি, সদস্য (সংগঠন/দপ্তর) মো. হাসনাত জামান সৈকত, সদস্য (অর্থ) মো. তামিম ইসলাম, সদস্য (লিয়াজোঁ) মাহাবুব ই তৌহিদ রবিন, সদস্য (প্রচার) আমির হামজা, সদর উপজেলা প্রধান সমন্বয়কারী হাসমত উল্লাহ, সদস্য মুবারক হোসেনসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি সোনা, সম্পাদক মতিয়ার পুননির্বাচিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ভোট গণনা শেষে আজ মঙ্গলবার সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়

সুত্রে নির্বাচনের এ ফলাফল জানাগেছে।

নির্বাচনে ১৫ টি পদের বিপরীতে ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট ২ হাজার ৯৯৮ জন ভোটারের মধ্যে ২ হাজার ৪৯৮ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি আহসান হাবীব সোনা (চেয়ার) ১ হাজার ৭১৯ ভোট পেয়ে পুননির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী বকুল হোসেন (ট্রাক্টর) পেয়েছেন ৬৮৮ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান (ডাব) ১ হাজার ২৩৪ ভোট পেয়ে পুননির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সাখওয়াত হোসেন সবুজ (মোবাইল) পেয়েছেন ১ হাজার ১৯৬ ভোট।

কার্যকরী সভাপতি পদে সাজেদুর রহমান সাজু (গাভী) ৮৫৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সৈয়দ রাকেশ হাসান (ফুটবল) পেয়েছেন ৭১১ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে প্রার্থী শাহিন আলী টুটুল (ঈগল পাখি) ১২২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী আলমগীর হোসেন (ছাতা) পেয়েছেন ৭৮৬ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে এরশাদ আলী (ঘোড়া) ১ হাজার ৪৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী নাসিম ইসলাম (কলস) পেয়েছেন ৪৮৭ ভোট ।

সহ সাধারণ সম্পাদক পদে ফরহাদ হোসেন তুষার (গরুর গাড়ি) ১ হাজার ১২০৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সেন্টু শেখ (মাইক) পেয়েছেন ৯৭২ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমেজ উদ্দীন (সেলাই রেঞ্জ) ১২১৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী আফসারুল ইসলাম (হারিকেন) পেয়েছেন ৮৮৫ ভোট।

সহ সাংগঠনিক সম্পাদক পদে চাঁদ আলী (মাছ) ১ হাজার ৮৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী চঞ্চল শেখ (মই) পেয়েছেন ১ হাজার ৫২ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে মাহাবুব এলাহী (গোলাপ ফুল) ৯৪৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মোফাজ্জেল হোসেন (চাঁদতারা)

পেয়েছেন ৬২২ ভোট।

শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে মাহাবুব হোসেন রিপন (হরিণ) ১২৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী খাইরুল ইসলাম (টায়ার) পেয়েছেন ৮৮৭ ভোট।

লাইন সম্পাদক পদে মুন্না (টুপি) ৭৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মুরসালিন (পানি জাহাজ) পেয়েছেন ৭২৪ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমিজ উদ্দিন (সেলাই রেঞ্জ) ৯২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রার্থী শাহিন আলী (হাতি) পেয়েছেন ৭৯৫ ভোট।

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বকুল শেখ (ট্রাক্টর) ৭৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী চাঁদ আলি (মাছ) পেয়েছেন ৬৯১ ভোট। শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে রেজাউল হক (কবুতর) ৫৪৭ ভোট নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মাহবুব হোসেন রিপন (হরিন) পেয়েছেন ৫২২ ভোট।

প্রচার সম্পাদক পদে ইয়ারুল ইসলাম (রিক্সা) ১ হাজার ৩৫৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সুমন (টেলিভিশন) পেয়েছেন ৬৩৩ ভোট। লাইন সম্পাদক পদে সোহেল রানা সজিব (মোটরসাইকেল) পদে ৮০৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মুরছালিন (পানি জাহাজ) পেয়েছেন ৭৪৫ ভোট।

এবং সদস্য পদে শরিফুল ইসলাম (খেজুর গাছ) ৯৭৫ ভোট, মহিন শেখ (টিউবয়েল) ৭২৮ ভোট এবং খবিরুল ইসলাম (ভ্যান) ৫৭৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি এবং শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই দলের একাংশের নেতাকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলায় সকল আসামি খালাস

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলার সব আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা জজ-১ম আদালতের বিচারক মো: ইমদাদুল হক এ রায় ঘোষণা করেন।

খালাসপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- নাজনিন খান প্রিয়া, মতিয়ার রহমান, মামুন শাহজাহান, নেহাল , জয়, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা খাতুন, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা খাতুন। অপর ২ আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন মারা গেছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর মোখলেসুর রহমান স্বপন বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ভুলে আসামিরা খালাস পেয়েছেন। রায়ের কপি হাতে পেলে বোঝা যাবে তদন্তে গাফিলতি আছে কি না।

মামলার পটভূমি গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি ছিলেন নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খান।

তদন্তে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের তথ্য। প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন। সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা হতো।

পুলিশি অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত শেষে মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এর মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

উল্লেখ্য, এর আগে একই কাল্ডের পর্ণগ্রাফি মামলায় নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন ও সহযোগী শাহজাহানকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত। অপর আসামি নেহাল ও জয়কে ৬ বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ জরিমানা করা হয়। তবে জয় এখনো পলাতক রয়েছে, বাকিরা উচ্চ আদালত আপিল করে জামিনে রয়েছেন।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় বিষয়ক সমন্বয় সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং করণীয় বিষয়ক অর্ধ-বার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। সভার সভাপতিত্ব করেন পার্থ প্রতিম শীল। এতে মেহেরপুর জেলার সকল ইউনিয়নের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং বাস্তবায়নে ছিল স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গ্রাম আদালতের জেলা ম্যানেজার জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান। সহযোগিতায় ছিলেন উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ আলমগীর কবির, বাবুল আক্তার, মোঃ শাকিলুজ্জামান এবং পিএফএ মোঃ শাহাজুল।
সভায় বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, আপনারা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি গ্রাম আদালতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামের ছোটখাটো ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধ যাতে উচ্চ আদালতে না যায় সেজন্যই ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত গঠন করা হয়েছে। আপনারা পেশকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। চেয়ারম্যান পরিবর্তন হলেও আপনাদেরই তাঁদের প্রশিক্ষিত করে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। যে মামলাগুলো গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত সেগুলো এখানে নিষ্পত্তি হবে, আর এখতিয়ারবহির্ভূত মামলা উচ্চ আদালতে প্রেরণ করতে হবে। যে

ইউনিয়নগুলো মামলা গ্রহণে পিছিয়ে আছে তারা প্রচারণা বাড়িয়ে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, এই সমন্বয় সভার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণ মানুষকে আরও সহজে গ্রাম আদালতের সেবা প্রদান করতে পারবে। প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম দৃশ্যমান করতে হবে, ব্যানার ও সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং মাসিক ভিত্তিতে মামলার তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে।

সভাপতি বলেন, সরকার গ্রাম আদালতকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব। গ্রাম আদালতে মানুষ হয়রানির শিকার হয় না, বরং এখান থেকে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে ওঠে।

সভা শেষে অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন আজ

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন আজ সোমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্যাপক প্রস্তুতির পর চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই চলছে ভোটগ্রহণ।

ত্রিবার্ষিক নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন। জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটারদের মধ্যেও দেখা গেছে সরগরম পরিবেশ।

গত বছরের তুলনায় এবার নির্বাচন আরও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন সাধারণ ভোটাররা। তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। যারা আগামীতে শ্রমিকের ভোটে নির্বাচিত হবেন, তারা নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা

করবেন।

মনোনয়নপত্র ক্রয় করা প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আহসান হাবীব সোনা, শাহিন আলম ও বকুল হোসেন। কার্যকরী সভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়েছেন সাজেদুর রহমান, সৈয়দ রাকেশ হাসান ও উজ্জল হোসেন।

সহ-সভাপতি পদে আলমগীর হোসেন ও শাহিন আলম টুটুল, সাধারণ সম্পাদক পদে মতিয়ার রহমান ও শাখাওয়াত হোসেন সবুজ, যুগ্ম সম্পাদক পদে নাসিম ইসলাম, এরশাদ আলী ও রেজাউল হক মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেন্টু শেখ ও ফরহাদ হাসান তুষার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমেজ উদ্দিন ও আফজারুল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে চঞ্চল শেখ ও চাঁদ আলী।

কোষাধ্যক্ষ পদে আজিজুল হক, মাহবুব, মোফাজ্জেল ও সোহেল; সড়ক সম্পাদক পদে সোহেল রানা সজীব, মুরসালিন ও আনারুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে মাহবুব রিপন ও খাইরুল ইসলাম; প্রচার সম্পাদক পদে সুমন ও ইয়ারুল ইসলাম মনোনয়নপত্র ক্রয় করেছেন।

এছাড়া সদস্য পদে শরিফুল ইসলাম, আন্নাচ আলী, লাল মিয়া, জিয়ারুল, শাহিন শেখ, আব্দুল জব্বার, খবিরুল, রশিদুল ইসলাম ও বাচ্চু মনোনয়নপত্র তুলেছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সুপারকে ওএসডি করে বদলি

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহানকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওএসডি করে বদলি করা হয়েছে।

চলতি দায়িত্ব দিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন সাতক্ষিরার কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. বুলবুল কবির। আজ রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব সানজিদা

শারমিন সাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে।

একই সঙ্গে আগামী ২০ নভেম্বরের মধ্যে উভয়কেই পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষক নিহত

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তোফাজ্জেল বিশ্বাস নামের এক শিক্ষক নিহত হয়েছে। রবিবার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর নামক এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তোফাজ্জেল বিশ্বাস চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার দলিয়ারপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে ও দরবেশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

জানা গেছে, তোফাজ্জেল বিশ্বাস দরবেশপুর থেকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে পুরাতন দরবেশপুর নামক এলাকায় পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মরদেহ উদ্ধার করে। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেসবাহ উদ্দিন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিতর্কিত ভিডিও কলের অশ্লীল কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। রবিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীসহ প্রধান শিক্ষকের ভিডিও কলে অশোভন কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তারা ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, একজন শিক্ষক যদি এভাবে শিক্ষার্থীর সাথে অশ্লীলতায় জড়ান, তাহলে আমরা কীভাবে নিরাপদে স্কুলে পড়াশোনা করব? স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

অভিভাবকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের পরিবেশ বেশ ভালো ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক এই ঘটনায় তারা চরম আতঙ্কে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য—অভিভাবকের পরেই শিক্ষকের স্থান। সেখানে কোনো শিক্ষক যদি নিজের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা আর কোথায়?

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডে তারা বিব্রত ও ক্ষুব্ধ। শিক্ষকরা বলেন, এ ধরনের অনৈতিক ঘটনার বিচার হওয়া জরুরি, যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং অন্যরা ভবিষ্যতে এমন নিন্দনীয় কাজে জড়ানোর সাহস না পায়।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান জানান, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রধান শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলমান।

আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত দ্রুতই জানানো হবে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম বলেন, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সভাপতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।